

আমরা কম-বেশি গ্রায় সবাই জানি, পিসি যত বেশি ব্যবহার হবে, তার পারফরম্যান্স ধীরে ধীরে তত কমতে থাকবে বিভিন্ন কারণে। যদি আপনার কমপিউটারের পারফরম্যান্স দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তার কারণ নির্ধারণ করা দরকার। উইন্ডোজ ভিজা যখন অবশ্যুত হয়, তখন পারফরম্যান্স আইসিইরে জন্য পারফরম্যান্স ইনস্ট্রুমেন্টসের সাথে সমন্বিত করা হয় যা, তেমন সহযোগ হিসেবে পরিচিত পাবনি। তবে ইন্টেলীজেন্ট উইন্ডোজ পারফরম্যান্স কন্ট্রোল (perform.exe) ফিচার আপনাকে সেয়ে অনেক ভালো কাজ করে। এটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে প্রদর্শন করে গ্রসেসসেরের রিয়েল টাইম ইউটিলিটাইজেশন। এরপরও অংশা অনেক বিষয় থেকে যায় অসীমায়িতভাবে। যেমন স্মিটং গ্রসেসসের সময় ধী গতি, কোন গ্রসেসস কন্ট্রোল সময় ধরে সক্রিয় আছে, সিপিইউ ইউটিলিটাইজেশন কেমন এবং লসমান গ্রসেসস কতগুলো ইত্যাদি।

এসব কারণে আমাদের দরকার এক শক্তিশালী টুল, যা সাধারণত ব্যবহার করে উইন্ডোজ ডেভেলপারেরা এবং প্রকৃত ইনসাইডারেরা। এই টুল উইন্ডোজ পারফরম্যান্স টুল কিট হিসেবে পরিচিত। মাইক্রোসফট এই টুলকে অন্যদের নাগালের বাইরে রেখেছে। তবে এটিকে উইন্ডোজ ৭-এসডিকিটের (Software Development Kit) একটি কম্পোনেন্ট হিসেবে ওয়েব সোভারে সমন্বিত করা হয়েছে। প্রোগ্রামারেরা এটি [microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=3138](http://microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=3138) সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ উইন্ডোজ ৭ এসডিকিটের সাইজ ৩.৭ গি.বা. এর পরিবর্তে আপনাদের দরকার ৪৯৩ কি.বা. সাইজের ওয়েব সোভার ডাউনলোড করা, যা মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে সিস্টেম ট্রাঙ্ক এসডিকিট কম্পোনেন্টকে নিয়ে আসে। এ সোভার উল্লিখিত উইন্ডোজ পারফরম্যান্স টুল কিট নিয়ে কাজ করার জন্য দরকার শুধু ২০ মে.বা. সাইজ।

এসডিকিটের সেটআপ উইন্ডার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয় 'windk.web.exe' ওয়েব সোভারে ডাবল ক্লিক করলে। 'Installation Optins' ডায়ালগ বক্সের সর্বকিছুই সিলেক্ট করুন 'Win32 Development Tools' অপশন ছাড়া। এর ব্যতিক্রম হলে আপনার কাজে সমস্যা ঘটবে।

এসডিকিট ডাউনলোড ও ইনস্টল করার পর 'Start->All programs->Microsoft Windows SDK v7.0->Tools->Install Windows Performance Toolkit'-এ ক্লিক করুন। উইন্ডার্ড 'Complete' সিলেক্ট করে প্রোগ্রাম ইনস্টল করুন। এবার 'Start->Control Panel->Program and Features'-এ নেভিগেট করে অন্যান্য এসডিকিট কম্পোনেন্ট থেকে সরে আসতে পারেন। এজন্য সিস্টে 'Microsoft Windows SDK for Windows 7 সিলেক্ট করে 'Uninstall'-এ ক্লিক করতে হবে। এভাবে আপনি ক্রি করতে পারবেন ২০০ মে.বা.-এর বেশি পেশ।

লক্ষণীয়, যদি আপনি উইন্ডোজের পুরনো ভার্সন

# পিসির কার্যকারিতা যাচাইয়ে পারফরম্যান্স টুল কিট

তাসানীম মাহমুদ

ব্যবহার করেন, তাহলে সিস্টেম নিউক্লিয়াস (System Nucleus) নামের এক ক্রিপওয়্যার টুল ব্যবহার করতে পারেন। এই টুল [spencerberus.com/projects.aspx](http://spencerberus.com/projects.aspx) সাইট থেকে ক্রি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এটি উইন্ডোজ ৭-এর পারফরম্যান্স টুল কিটের মতোই কার্যকর।

**বুট চেক :** ব্লক বুজে বের করা ও অপসারণ করা

পারফরম্যান্স টুল কিট ব্যবহার করে উইন্ডোজের স্মিটং গ্রসেসস অ্যানালাইজ করা এবং শনাক্ত হওয়া সিস্টেম ট্রাঙ্ক অপসারণ করার প্রক্রিয়া নিচে দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয়, পারফরম্যান্স টুল কিট টুলের শুধু প্রাথমিক বিধার নিয়ে এ সোভার উপস্থাপন করা হয়েছে।

**এক্সপ্লোরারেট ডেস্ক ট্রাঙ্ক করা**  
স্মিটং প্রসিডিউর অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করতে চাইলে উইন্ডোজ রিস্টার্ট করুন।

আডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে প্রম্পট ওপেন করুন এবং "xbootmgr -trace boot -resultpath C:\>" এন্টার করুন। এর ফলে অপারেটিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে আবার চালু হবে। অপারেটিং সিস্টেম সোভ হওয়ার পর পারফরম্যান্স টুল কিট রিড করতে কয়েক সেকেন্ড লাগবে। এ অবস্থায় ওয়ার্ড ইন্টারফেসের নিকে ডাবল ক্লিক করতে পারবেন অপারেটিং সিস্টেমের সব ফিউরি ব্যবহারযোগ্য টুল কিট অপেক্ষা করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ড্রাইভের ও সার্ভিস সম্পূর্ণরূপে সোভ হচ্ছে। সেসময় এক মেসেজ অর্বির্ভূত হয়ে আপনাকে জানাবে এটি C:\ ডিরেক্টরিতে 'boot\_BASE+CSWITCH\_1.txt' সোভ করেছে। এখানে অ্যাক্সেস করে ডাবল ক্লিক করুন, উইন্ডোজ পারফরম্যান্স টুল কিট চালু করে ডায়ালগ বক্সকে সক্রিয় করুন 'Yes'-এ ক্লিক করে।

এবার দেখতে পারবেন দুটি গ্রাফ, যা প্রদর্শন করে স্টার্টআপ গ্রসেসস সিপিইউর ইউটিলিটাইজেশন।

## ভিজা ও এক্সপির জন্য পারফরম্যান্স টুল

মাইক্রোসফটের পারফরম্যান্স টুল কিট শুধু উইন্ডোজ ৭-এ কাজ করে, তবে এক্সপির এবং ভিজা ব্যবহারকারীদের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। কেননা পারফরম্যান্স টুল কিটের চমককার প্রতিক্রিয়া বা বিকল্প হলো সিস্টেম নিউক্লিয়াস, যা সিস্টেম অ্যানালাইজ করতে পারে পারফরম্যান্স টুল কিটের মতো। তাছাড়া এই টুল অফার করে বেশ কিছু টিউনিং ফিচার।

সিস্টেম নিউক্লিয়াস ইনস্টলেশন এবং অ্যাক্টিভেশনের পর ক্রিক করুন 'Performance->System Editor->Advanced Mode'-এ যাতে সব গবেষণালা ফাংশন সক্রিয় থাকে। এরপর আপনি কোনো-কোনো ছাড়াই সিস্টেমকে টিউন করতে পারবেন।

**বুট চেক**

'Startup'-এ দেখতে পারবেন সব প্রোগ্রাম যেগুলো উইন্ডোজের সাথে স্টার্ট হয়। এজন্য View->Details-এ ক্লিক করলে পাবেন বিখারিত তথ্য এবং সহযোগ লিঙ্ক। উদাহরণস্বরূপ ডাইরাস স্ক্রিনিয়ের জন্য অন্লাইন তথ্য দেখান থেকে জানতে পারবেন অ্যানা গ্রসেসসটি নিরাসন কি না। সিস্টেম নিউক্লিয়াসের মূল উইন্ডোজের 'Processes' অপশন ক্লিক ম্যাপওয়ার এবং সিস্টেম ব্লক। ব্লকে ডান ক্লিক করে কন্ট্রোল মেনুতে সিলেক্ট করুন 'Stop'। এবার স্বত্বিকর সব উপস্থান অপসারণ করুন। এজন্য দরকার টিউনিং টুলের সর্ববরাহ ক্লিক ফাইল পথ।

**সিপিইউ চেক :** যেখানে গ্রসেসস রান করে

'System Inventory' টুল ব্যবহার করে জানতে পারবেন সিপিইউর সাধারণ তথ্য। যেমন এটি কী ৬৪ বিট গ্রসেসস বা এর Level-2 ক্যাশ কত বড় ইত্যাদি। এই তথ্যগুলো সিস্টেম নিউক্লিয়াস পাওয়ার পর 'Processors'-এ ক্লিক করুন। 'Generate Report' ব্যবহার করে আপনি সব সিস্টেম কম্পোনেন্ট ইনস্টল করতে পারবেন, যা ডায়ালগ বক্সে সার্ভিস হটলাইনকে সহায়তা করে। এজন্য 'Tools->Diagnostic & Repair->Performance Monitor' সিলেক্ট করুন যাতে গ্রসেসসে নির্ভুলভাবে চেক করে। এই কমান্ড দিয়ে উইন্ডোজ perform.exe চালু করে এবং রিয়েল টাইম সিপিইউ ইউটিলিটাইজেশন প্রদর্শন করে। সিপিইউ সিলেক্ট ওপেন করে জানতে পারবেন কোন গ্রসেসস রান করছে।

**হার্ডডিস্ক :** অ্যানালাইসিস

Volumes-এর মাধ্যমে ডাটা ক্যারিয়ার অ্যানালাইজ করা। 'Volumes Manager'-এ ডান ক্লিক করে 'Analyze' অপশন সিলেক্ট করুন। এরফলে সিস্টেম নিউক্লিয়াস সিরিয়াল নাম্বার ডাটা ক্যারিয়ারের তথ্য দেখবে, যা ক্রমাগত গ্রসেসসের সম্প্রসারণ এবং ডিফ্রাগমেন্ট এরেরে অ্যানালাইসিস রিপোর্ট দেবে। Check Disk এবং Defragment-এ ক্লিক করে এরর সম্পোধন এবং ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করতে পারবেন। এই টুল অ্যাক্সেস করতে পারে chkdsk.exe এবং defrag.exe লুট।

এবং আইডল টাইম। এক্ষেত্রে সিস্টেম বুটআপ প্রসেসের জন্য কত সেকেন্ড দরকার তা প্রদর্শিত হয় এন্ড-এঞ্জিন্স। এবার বাম প্রান্তের কালো ট্যাবে ক্লিক করলে একটি গ্রাফ লিট দেখতে পাবেন, যা টুল কিট ডিসপ্লে করতে পারে। এবার 'CPU Sampling by CPU' এবং 'CPU Sampling by process' অপশন দুটি ছাড়া যেকোনো সিলেক্ট করুন। এরপর বাম মাইস বাটন ক্লিক করে একটি এডিয়া ডিভিড করুন যেখানে একটি গ্রাফ প্রদর্শিত হয়। এবার ডান মাইস বাটন ব্যবহার করে ডিভিড এডিয়াকে ক্লিক করে কন্ট্রোল টেমুর 'Summary Table' সিলেক্ট করুন। যদি কমান্ড কনসোল পরিবর্তনকে ডিসপ্লে না করে তাহলে একটি মেনুর 'Load Symbols' অপশন সিলেক্ট করুন এবং এই প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি করুন। প্রসেসের জন্য সার্ভ করলে প্রদর্শিত হবে '%Weight' কলামে হাই জাসু। এক্ষেত্রে 'Idle' এডিয়াকে এড়িয়ে যেতে পারেন, কেননা প্রসেস সব সময় সক্রিয় করে হাই-জাসু যদি অন্যকোনো নির্দিষ্ট সক্রিয় প্রোগ্রাম না থাকে। এক্ষেত্রে হাই ডিসক্রেশনের অর্থ হচ্ছে সিস্টেমের এলিমেন্টটি তথ্য দক্ষতা কম। '%Weight' লিটে উল্লিখিত হয় কোন প্রসেসের জন্য কতটুকু কমপিউটারের পাওয়ারের দরকার। এখানে Weight হলো সেকেন্ডে সময়ের যাত্রা। এই তথ্য কাস্টমাইজ প্রসেসের জন্য (svchost.exe) পরীক্ষা করুন। এক্ষেত্রে এন্ট্রির আগে + চিহ্নে ক্লিক করতে হবে যাতে স্বতন্ত্র প্রসেস প্রদর্শিত হয়।

যদি ব্রেক ব্রক অনমাত্রক অবস্থায় থাকে, তাহলে আপনাকে অংশই খুঁজে বের করতে হবে এর সোফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়েছে নাকি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পারফরম্যান্স টুল কিটের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি ছাড়া উইন্ডোজ কাজ করতে পারবে কি পারবে না তা খুঁজে বের করার জন্য সার্ভ ফিল্ডে প্রসেসের নাম এন্টার করুন। যদি ব্যাপারটি এমন না হয় তাহলে অটোরান টুল ব্যবহার করে প্রসেসকে নিষ্ক্রিয় করে পরীক্ষা করুন। এই লিঙ্কটি <http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902> সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

### উইন্ডোজ স্টার্টআপ অপটিমাইজেশান মূল্যায়ন করা

উইন্ডোজ ডিফার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দুটি ফিচার, যা বুটিং প্রসেসকে অপটিমাইজ করে। প্রথমত সুপারফেচ (SuperFetch) ফিচার গ্যারান্টি মেমোরিতে লোড করে প্রয়োজনীয় ফাইল, যার ফলে এতদ্বারা খুব সহজেই ইন্ডেক্স করা যাবে এবং দ্বিতীয়ত রেডিবুস্ট (ReadyBoost) ফিচার ইউএসবি ডিস্ক বা হার্ডডিস্ক হার্ডডিস্কের জন্য প্রদান করে ড্রায় মেমরি। উইন্ডোজ 9-এর পারফরম্যান্স টুল কিট ব্যবহার করে পরিমাণ করতে পারবেন সুপারফেচ এবং রেডিবুস্ট ফিচারের কার্যকারিতা। এজন্য আডমিনিস্ট্রেশনের হিসেবে চালু করা প্রম্পট 'Xboollmgr -trace boot -prepsystem -resultpath C:\' এন্টার করুন।

ফায়টি প্রায়মিটার 'Prepsystem' নিশ্চিত করে যে বুটিং টাইম রেকর্ড হয় ছয়বার একটি পর আনেকটি করে। প্রতিবার স্টার্টআপ প্রসেস এক্সিকিউট করার সময় উইন্ডোজকে অপটিমাইজ

করতে হয়। মূলত ছয়টি লগ ফাইল রয়েছে যার শেষে \*.log রয়েছে। রেকর্ড করা কথন এবং ঘণ্টা লগ ফাইলের স্টার্টিং সময়ের তুলনা করে দেখুন। লগ ফাইল চালু হতে হয়, তাহলে বুঝতে পারবেন উইন্ডোজের স্টার্টআপ সময় সফলতার সাথে অপটিমাইজ হয়েছে।

### সিপিইউ চেক করা

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাজ জাগ করা। প্রসেসরের মধ্যে গিয়ে চেক করা উইন্ডোজ কয়েকটি সিপিইউ সেন্টারের কাজ বিবরণ করতে পারে এবং বুটআপকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পারফরম্যান্স টুল কিট ব্যবহার করে চেক করে দেখুন কোন প্রসেস ব্যবহার হয়েছে এবং কখন হয়েছে, যদি প্রোগ্রাম হয় তাহলে পরিবর্তন করুন কাস্টমের আফিলিয়ারসে, যাতে সিস্টেম বুটিং টাইমকে আরো কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় ধরে স্থগিত করা যায়। এজন্য গ্রাফসহ লিট প্রদান করুন এবং সক্রিয় করুন 'CPU Sampling by CPU' এবং 'Generic Events' অপশন। আপনি স্টেট করতে পারবেন 'CPU #' লিটে বন্ধ হবে সব প্রসেস সেন্টার সক্রিয় কি না। সিপিইউ উইন্ডোজ প্রদর্শন করে ইউটিলিটাইজেশনের উঁচু মাত্রা। এটি ডিভিড করুন এবং 'Generic Events' উইন্ডোজ কন্ট্রোল টেমুর 'Summary Table' ইন্ডেক্স করুন। এবার যেখানে একটি এডিয়াকে যেন 'Microsoft Windows TaskScheduler' কে আগরত করুন। যদি কোনো কিছু খুঁজে না পান, তাহলে আপনাকে চেক করে দেখতে হবে সিপিইউ সেন্টারের জন্য বস্তু নির্মিত বিরতিতে পরিবর্তন হয় কি না। যদি 'CPU' কলামে একটি নামের থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এখানে কিছু কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে উইন্ডোজ টুল 'Msconfig' চালু করুন এবং Start->Advanced অপশনে চেক করে দেখুন Processor number-এ সঠিক নামের ডিসপ্লে করছে কি না। যদি না থাকে তাহলে জাসু সন্যাসন করুন এবং উইন্ডোজকে আবার উঁচু করুন অর্থাৎ রিটু করুন।

উইন্ডোজকে অ্যাসাইন করুন নির্দিষ্ট সেন্টারের নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যেমন এঞ্জেল। এক্ষেত্রে স্টার্ট করুন টাস্ক ম্যানেজার এবং Process-এ ক্লিক করুন। এখান থেকে কোনো এডিয়াকে ডান ক্লিক করুন এবং 'Set affiliation' সিলেক্ট করুন। পরে আবির্ভূত হওয়া উইন্ডোজে আপনার কাঙ্ক্ষিত সেন্টারের প্রোগ্রামকে অ্যাসাইন করতে পারেন।

### হার্ডডিস্ক চেক : রিড এবং রাইট অ্যাক্সেসকে অ্যানালাইজ করা

যদি আপনার হার্ডডিস্ক বিকিভিহীনভাবে ধীরে রান করতে থাকে, তাহলে তা চেক করে দেখার জন্য প্রোগ্রামও রয়েছে। পারফরম্যান্স টুল কিট রিড-রাইট হেডের এডিয়া পয়েন্ট প্রদর্শন ও উল্লান্স করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ডান কারিয়ারের গ্রিডলক ফাইল খিলাস।

এজন্য গ্রাফসহ ট্যাবে ক্লিক করে সিস্টেম করুন 'Disk I/O' এবং Disk Utilization। আক্ষেপে প্রদর্শিত ফলাফলে উঁচু বিদ্যুতি স্বাভাবিক ব্যাপার। উইন্ডোজ গ্যার সময় তুল্যাপকভাবে ফাইল লোড করে যাতে কাজের স্পিড উচ্চতর হয়, যা হার্ডডিস্কের কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয়।

যদি গ্রাফ প্রদর্শন করে উঁচু হার্ডডিস্ক

ইউটিলিটাইজেশন প্রায় সময় একই থাকে তাহলে I/O Counts' উইন্ডোজে ডিভিড করুন 'Graph' বিদ্যুতি করুন। এবার কন্ট্রোল টেমুর 'Detail Graph'-এ ডান ক্লিক করুন এবং নতুন উইন্ডোজ রিড-রাইট হেডে এডিয়া পয়েন্টে খোলা করুন। উইন্ডোজ ডিগ্রা এবং পরবর্তী উইন্ডোজকে হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অপারেশনের আফিলিয়ারসে অ্যাসাইন করা যা যা হেডেলোকে আইডেন্টিফাই করা যা বিভিন্ন বয়সের পয়েন্ট নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, কম্পা বার্ষিক পয়েন্ট নিয়ে বোঝানো হচ্ছে রাইটিং প্রসেসের প্রয়োজিত গুণ, মিল পয়েন্ট নিয়ে প্রকাশ করা হয় স্বাভাবিক প্রোগ্রামের রিডিং আক্সেস। যদি আপনি শুধু এক ধরনের বিষয় দেখতে চান, তাহলে মেনিমে সিলেক্ট 'I/O Counts' লিট অপশন করুন এবং নিজেই করুন কাঙ্ক্ষিত ডিসপ্লে কন্ট্রোল। এক্ষেত্রে এডিয়া পয়েন্ট খুঁজ থাকে বানানি বার্ষিক লাইন দিয়ে। এগুলো প্রদর্শন করে পরবর্তী পয়েন্টে জন্য রিড-রাইট আক্সেস টাইম হতে বেশি সময় নেবে তা খুঁজে পাবেন।

যদি অনেক এডিয়া পয়েন্ট ও রে লাইন দেখা যায় হেডেলো কাজ করে কয়েক সেকেন্ড বেশি সময়, তাহলে বুঝতে হবে এখন আপনার হার্ডডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করার সময় হয়েছে। একই সময়ে ডায়ালি কারিয়ারে ফাইল বৌতিকভাবে বিল্ড হয়। এর ক্ষেত্রে পরবর্তী এডিয়া পয়েন্ট সার্ভ করা ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে ডিফ্রাগমেন্ট (pinform.com/defraggler) চমকবার কাজ করে।

### সিস্টেম চেক : রানিং উইন্ডোজ এর সার্ভ করা

রানিং পিসির অ্যানালাইজেশন প্রসেস বুটিং প্রসেস অ্যানালাইজেশনের মতো। এখানে আপনি কমান্ড প্রম্পট টুল Xperf-এর জন্য লগ ফাইল অ্যানালাইজ করতে পারবেন। যখন আপনি পিসিতে কাজ করছেন তখন এই রপডেশনে জন্য একটি লগ ফাইল সৃষ্টি হবে। কয়েক ঘণ্টা রেকর্ড করার অর্থ হলো প্রুর পরিমাণের ডাটা প্রসেস হওয়া। সুতরাং গ্রাফ লগ ফাইল হতে পারে প্রেডভাবে কন্ফিউসিং অর্থাৎ বিভ্রান্তিকর। এক্ষেত্রে আসো হয় যদি আপনি টার্গেট ফাইলকে নির্দিষ্ট করে সেন। যদি একটি অ্যাপ্রিকেশন ট্রিক কাজ না করে, তাহলে এই প্রোগ্রামে দশ থেকে বিশ মিনিট কাজ চালিয়ে যেতে হবে যখন কেবলিভের কাজ সম্বন্ধে থাকবে অথবা মাকেমধ্যে এর মেসেজ আসতে থাকবে। এ কাজ শেষ হলে পারফরম্যান্স টুল কিট সরবরাহ করবে সবচেয়ে স্পর্শটি ডাটা। এবার আডমিনিস্ট্রেশনের হিসেবে স্টার্ট অপশন করে রেকর্ডিং প্রসেস শুরু করার জন্য 'Xperf-start-on diagasy' এন্টার করুন।

প্রম্পট মিনিমাইজ করে অ্যাপ্রিকেশনসহ সব কার্যকারিতা অ্যানালাইজ করা দরকার। এই কাজ শেষে প্রম্পট দিগে গিয়ে রেকর্ডিং প্রসেসকে থামাতে হবে 'Xperf -d C:\analyse.ctf' কমান্ড দিয়ে।

এবার পারফরম্যান্স টুল কিট C:\ ডিরেক্টরিতে টেরি করে নতুন ফাইল 'analyse.ctf' যা ডানল ক্লিক করে উইন্ডোজ এন্ডপ্রোগ্রামের অপশন করা যায়। আপনি গ্রাফ ব্যবহার করে চেক করতে পারবেন প্রসেস, হার্ডডিস্ক এবং সিপিইউ অ্যাপ্রিকিটি যেখানে স্টার্টআপ গ্রিডিটিভের চেকমাত্রা হয়।